রাজশেখর বসু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হয়েছিলেন ম্যানেজার এবং
বেঙ্গল কেমিকালের প্রাণপুরুষ।

, বিপুল উদ্বৃত্ত কর্মী, বাজারে ক্রমহ্রাসমান উপস্থিতি! কেন্দ্রীয় সরকার
সানে চলা বেঙ্গল কেমিকালের পরিচালন ব্যবস্থা।

ল কেমিকাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর।

বেঙ্গল কেমিকাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। কিন্তু বহাল রইল

ট আয় ১২ কোটি টাকারও বেশি! নেটওয়ার্থ নেমে গেল শূন্যেরও নিচে।
ল কেমিকাল।

্যবসা ছাড়াল ১০০ কোটি টাকা। কর-সুদ পূর্ববর্তী লাভ ১০ কোটি।

্যক নির্মাণের। যৌথ
ারে সরকারি সংস্থা
মাছে। সেই জন্যেই
রখানায়, জানালেন
এনবিসিসি-র সঙ্গে
াব দেওয়া হয়েছে।
পলেই হাত দেওয়া

সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে
বাঝা বলে মানতে
সমস্যাটা সরকারি
ার হাতে, সমস্যাটা
নি যদি বাণিজ্য এবং
ারি কর্তা হয়ে বসে
ণিজ্যিক দাবির প্রতি
হয়ে থাকলে চলবে
র্থের ৫০% পর্যন্ত
পরিচালন সমিতিই
ল কেমিকাল অবশ্য
আমি এখানে এসেই
ম। দেখলাম, এমন
করতে চাইছে, যা
া। কিন্তু আমি কর্তা

টেন্ডার ছাড়াই কিনতে পারে বেঙ্গল কেমিকালের ওষুধ ও পণ্য। গত বছরেই প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে ৪০ কোটি টাকারও বেশি জীবনদায়ী ওষুধের ব্যবসা করেছি আমরা। অন্ধ্র, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের ই এস আই হাসপাতালে গেছে আমাদের ওষুধ এবং পরিশোধন রাসায়নিক। তামিলনাড়ুর মেডিক্যাল সাপ্লাই কর্পোরেশন থেকে এসেছে হাসপাতাল বীজাণুমুক্ত রাখার পণ্য লাইজল-এর ৬.৫ কোটি টাকার অর্ডার। তার মধ্যে ৫ কোটি টাকার উৎপাদন গত বছরেই সরবরাহ করা হয়ে গেছে। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হল ওষুধ থেকে মাথার তেল, যা যা তৈরি করে বেঙ্গল কেমিকাল, তার সবই যাতে দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা। কেউ যেন বলতে না পারেন, বেঙ্গল কেমিকালের জিনিস তো খুবই ভাল, কিন্তু পাওয়াই তো যায় না।

তাহলে! বেঙ্গল কেমিকাল আর কতদিন রুগ্ন হয়ে থাকবে? মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে সুব্রহ্মণ্যন বললেন, কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে রুগ্ন ছোট সংস্থাগুলিকে যদি লাভজনক বড় সরকারি সংস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তবে ছোট সংস্থাগুলির আর্থিক সমস্যার একটা আশু সমাধান হয়, পরিচালন ব্যবস্থাতেও ঢের পেশাদারিত্ব আসে। শুধু রসায়ন ও সার মন্ত্রকেই নয়, লোকসানে চলা সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রকের অধীনে ব্যবসায়িকভাবে দুর্বল বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কেই এরকম একটা নীতি নিয়ে চলতে চাইছে কেন্দ্র। তাতে

বিগত ৮/১/২০১৫ তারিখে মৃত ... রঞ্জন দাস কর্তৃক ২১/১১/২০১৩ তারিখে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত জেলা-হাওড়াস্থিত ৬/২/১/১ কলেজ রোড হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তির উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র দরখাস্ত আনয়ন করিয়াছেন। এ ব্যাপারে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে। <u>তপশীল</u> হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৬/২/১/১, কলেজ রোড, থানা- শিবপুর, হাওড়া হোল্ডিংভুক্ত ১ কাঠা ১ ছটাক ৪৩ বর্গফুট বাস্তু দ্বিতীয় তল সম্পত্তি হইতেছে।

আদেশানুসারে, কমল টুডু
সেরেস্তাদার-ইন-চার্জ, 08.04.16,
District Delegate, Howrah

DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL FORUM KOLKATA UNIT- II
8B, Nelie Sengupta Sarani, 7th Floor, Kolkata- 700087
Legal Notice

• Whereas one Mr. Sanjib Nandi, residing at 154/2, Beleghata Main Road, Kolkata-700 010, has filed Consumer Complaint being No. C.C. No. 93/2016 under Section 12 of C.P. Act, 1986 before the DCDRF, Kolkata-Unit-II against the following Opposite Parties: 1) M/s. Vibgyor Allied Infrastructure Ltd., 46D, Rafi Ahmed Kidwai Road, Park St. Kolkata- 700 016, and also at 87, Dr. Suresh Sarkar Road, P.S.- Entally, Kolkata- 700 014.
2) Vibgyor Housing Ltd., 46D, Rafi Ahmed Kidwai Road, Park St. Kolkata- 700016, and

033-2450 6120
আই সি এ- ৯১(২)/২০১৬

গোবিন্দ সুগার মিলস লিমিটেড
CIN: L15421WB1952PLC020577
রেজি. অফিস: ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১
E-mail: ig.gsml@adventz.com
web: www.gobindsugar.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০১৬ সমাপ্ত তিন মাস এবং বছরের জন্য কোম্পানির পরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্ত করতে শনিবার, ৭ মে, ২০১৬ তারিখে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগু. ৪৬-এর শর্ত অনুযায়ী এই নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gobindsugar.com-তে পাওয়া যাবে।

গোবিন্দ সুগার মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ
লক্ষ্মণ আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
গুরগাঁও
তারিখ: ২০ এপ্রিল, ২০১৬

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমি দেবপ্রিয় দাস, পিতা: দেবীপ্রসাদ দাস, মাতা- চৈতালি রায়, ঠিকানা: পি- ১২৪/১, সি আই টি রোড, স্কিম ১৪ এম কে, এম সি ওয়ার্ড নং ৩৪, থানা: বেলেঘাটা, কলকাতা-১০, তারিখ: ১৬.০৪.১৬ শিয়ালদহ নোটারি কোর্টের এফিডেভিট বলে দেবপ্রিয় রায় হইলাম। দেবপ্রিয় দাস এবং দেবপ্রিয় রায় একই ব্যক্তি।

• আমি চৈতালি দাস, পিতা- মৃত বাসুদেব রায়, স্বামী দেবীপ্রসাদ দাস, ঠিকানা- পি-১২৪/১ সি আই টি রোড, স্কিম- ১৪এম, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৩৪, থানা: বেলেঘাটা, কোলকাতা-১০,